দলিল প্রতি ঘুষ নেন কমপক্ষে ৩৫০টাকা, কখনও তারও বেশি!

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রতিমাসে এই কার্যালয় থেকে কমপক্ষে ৩০০ দলির সম্পন্ন হয়। প্রতি দলিল থেকে কমপক্ষে সাড়ে তিনশ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কোন কোন দলিলে আরো বেশি নেওয়া হয়।

জেলা রেজিস্টারে অডিট ব্যয়, নজরানা সহ এই নানাবিধ কারন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা।

গাংনীর বর্তমান সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন। অভিযোগ রয়েছে মাহফুজ রানা সাব-রেজিস্টার হিসেবে যোগদানের পর থেকেই বেড়েছে দুর্নীতি। নিজেকে ছাত্রলীগের সাবেক নেতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে ঘোরে তার দুর্নীতির চাকা।

জানা গেছে, গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসে সরকারী নিয়মানুযায়ী ইউনিয়নের কৃষি জমি মূল্যেও ৭ শতাংশ, অকৃষি জমি ৮ শতাংশ, পৌর সভার মধ্যে ২ শতাংশ, প্রিন্টসহ হলফনামা বাবদ ৩০০ টাকা, ই-এ-এন বাবদ ২২৫ টাকা, পে- অর্ডার , নোটিশ বোর্ড ফিস বাবদ ২০০ টাকা ও দলিল লেখকদের লেখা খরচ বাবদ ৮২৫ টাকা উল্লেখ রয়েছে।

অসাধু দলিল লেখক ও অসাধু কর্মচারীরা বিভিন্ন কারন দেখিয়ে দলিল প্রতি ৩’শ টাকা থেকে ৮’শ টাকা ও নকল সরবরাহের জন্য ১ হাজার টাকা থেকে ১ হাজার ৫’শ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অফিস সহকারী হাঁসনা হেনা বকুল সরাসরি গ্রাহকদের কাছ থেকে এই টাকা গুলো আদায় করে। পরে সাব-রেজিস্টার সহ সকল কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে পকেটস্ত করেন।

এছাড়ও সময়মত অফিসেও আসেননা বলে জানা যায় সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা।

১নং দলিল লেখক সমিতির মহুরীদের চাপ দিয়ে জিপি দলিলে সরকারি ফিস ৬’শ টাকা। সেখানে ১ হাজার ৭’শ টাকা আদায় করছেন। ২নং কবলা দলিলে সরকারি ফিস মাত্র ৩’শ টাকা। দলিল ফাইলিংয়ের নামে সেখানে আদায় করা

হচ্ছে ৮’শ টাকা, ৩নং নকল সরবরাহের জন্য সরকারি ফিস ৪’শ ৫০ টাকা। সেখানে আদায় করা হয় ১ হাজার থেকে ১২’শ টাকা। ৪নং নামবারিং দলিলে ২ হাজার টাকা আদায় করছেন। ৫নং মসজিদ উন্নয়নের জন্য দলিল প্রতি ২০ টাকা উত্তোলন করা হলেও সেই টাকারও ভাগ নেয় মাহফুজ রানা। এছাড়াও স্ট্যাম্প কম্পিউটার কম্পোজ না করে রেজিস্ট্রি কাজ সম্পাদন করছেন বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দলিল লেখক জানান, দলিল প্রতি অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা দেওয়া লাগে। এর মধ্যে জেলা রেজিস্টার বাবদ ২০০ টাকা, সাব-রেজিস্টার বাবদ ১০০ টাকা এবং অফিস বাবদ ৫০ টাকা উল্লেখ করা হয়।

অন্য এক দলিল লেখক জানান, কমপক্ষে ৫০০ টাকা না দিলে কোন জমি রেজিস্ট্রি করেন না সাব-রেজিস্টার। অফিস সহকারি হাসনা হেনা বকুলের মাধ্যমে সাব-রেজিস্টার এই অর্থ গ্রহণ করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩০০ দলির সম্পন্ন হয় গাংনী সাব-রেজিস্টার কার্যালয় থেকে। দলিল প্রতি কমপক্ষে ৩৫০টাকা নিলেও অতিরিক্ষ লক্ষাধিক অতিরিক্ত অর্থ তারা ক্রেতা-বিক্রেতাদের কাছে থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন।

ভুক্তভোগী গাংনী শহরের হাসপাতাল বাজারের হায়দার আলী জানান,গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসে কোন নিয়ম নেই । অতিরিক্ত টাকা ছাড়া কোন কাজতো হয়ই না কেউই কথাও শোনেন না।

বানিয়াপুকুর গ্রামের মুসফিক জানান, সরকারী নিয়মের বালাই নেই লাগাম হীন ভাবে টাকা নেই হয় আমরা সাধারন মানুষ কার কাছে যাবো সবাই সাব-রেজি: অফিসের তিনজনের কাছে জিস্মি।

গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আবুসামা জানান, আমি জমি ক্রয় করে রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা চাওয়ায় বিপাকে পড়েছি।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা জানান, গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসকে একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু একটি মহল আমাকে বাধা গ্রস্থ করছে। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মটমুড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহম্মেদ, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী ও মনিরুজ্জামান আতু সহ ইউ পি সদস্য বৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা

কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।
এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ জানান বিট পুলিশিং এখন জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।

হাসাদাহে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেনের ইন্তেকাল

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ পনেরসতি পাড়ার অবসর প্রাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন)।

গতকাল রাত আনুমানিক ১০ টার সময় নিজ বাড়িতেই ইন্তেকাল করেন। তিনি সুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি পরিবারে ৪ ছেলে ও ৩ কন্যা সন্তান রেখে যান।

পরে মরহুমের নামাজের জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকার সকলেই শোকাহত।

কালীগঞ্জে বিকাশ এজেন্টের বাড়িতে দুর্র্ধর্ষ ডাকাতি, নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এক বিকাশ এজেন্টের বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। রবিবার রাত ৩ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌর এলাকার কাশীপুর গ্রামের ষ্টেশন রোডের শহিদুল ইসলাম বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

শহিদুলর ইসলাম জানায়, রবিবার রাত ৩ টার দিকে ৫/৬ জনের মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাতদল তার বাড়ির গেটের গ্রিল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে এরপর জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। অস্ত্রের মুখে আমার এবং আমার স্ত্রীকে জিম্মি করে।

এরপর ডাকাতদল প্রায় আধা ঘন্টা ধরে অবস্থান করে একে একে সকল আলমিরা থেকে ১৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং বিকাশ এজেন্ট তার ছেলে বাপ্পির বিকাশ ব্যবসার নগদ ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। তার ছেলে বাপ্পি এবং বাপ্পির স্ত্রী আত্বিয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। এ সুযোগে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে বলে জানান তিনি।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহাফুজুর রহমান মিয়া জানান, ডাকাতির খবর পেয়ে আমি এখন ঘটনাস্থলে আছি। ঘটনা জানার পর প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নির্দেশনা অনুযায়ী আজকে আমরা যে সকল ব্যক্তি চলাচলে অক্ষম সেই সকল ব্যক্তিদের মাঝে ট্রাই সাইকেল বিতরণ করেছি। এর আগেও আমরা বিভিন্ন অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার বিতরণ করছি।

তিনি আরও বলেন এই দশটি ট্রায় সাইকেলই শেষ নয়, আগামী তে আরও বিতরণ করা হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম।

ফুটবল ইতিহাসে যে রের্ক্ড শুধুই নয়্যারের

ম্যানুয়েল নয়্যার। ২০১১ সালে কিংবদন্তি অলিভার কানের উত্তরসূরি হিসেবে যোগ দেন বায়ার্ন মিউনিখে। তার আগমনে কিংবদন্তি অলিভার কানের বিদায়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সেটির সমাধান হয়।

এরপর বায়ার্ন মিউনিখ এগিয়ে গেছে সামনে। ঘরোয়া লিগে প্রতিষ্ঠা করেছে একচ্ছত্র আধিপত্য। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায়ও নিজেদের জানান দিয়েছে ভালোভাবে। সেখানে নয়্যারও ভূমিকা রেখেছেন দারুণভাবে। বাভারিয়ানদের হয়ে জিতেছেন দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা।

২০১৩ সালে প্রথম আর রবিবার রাতে দ্বিতীয়টি। এর মধ্য দিয়ে ফুটবল ইতিহাসে একমাত্র গোলরক্ষক হিসেবে দুটি ট্রেবল জয়ের অনন্য কৃর্তি গড়লেন জার্মান এই গোলরক্ষক। তার আগে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ঘরোয়া দুটি লিগ ও কাপ জিততে পারেনি আর কোনও গোলরক্ষক। এমনকি কিংবদন্তি অলিভার কানও নন!
রবিবার পিএসজির বিপক্ষে অসাধারণ খেলেছেন নয়্যার। নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপের দারুণ দারুণ শট রুখে দিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এই ফাইনাল ম্যাচে তিনি ৫০ বার বল স্পর্শ

করেছেন। বক্সের মধ্যে তিনটি সেভ করেছেন। ৩০টি অ্যাকুরেট পাস দিয়েছেন (৭৭%)। ৮টি দিয়েছেন যথাযথ লং পাস। সব মিলিয়ে তার রেটিং ছিল ৭.৫। হয়েছেন ফাইনালের ম্যান অব দ্য ম্যাচ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আলমডাঙ্গার ওসমানপুরের পুকুরকে কেন্দ্র করে গণস্বাক্ষরকৃত পত্র থানায় জমা দিয়েছেন এলাকাবাসী

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে ওই পুকুরের আসেপাশের বসবাসরত লোকজন থানা লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

সর্বস্বাক্ষরিত একটি অভিযোগে উল্লেখ্য করেছে যে, ওসমানপুর হঠাৎপাড়ায় পূজার নামে একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে মাছচাষ করে আসছে।

সেই পুকুরের উপর দৃষ্টি পড়ে ওসমানপুর গ্রামের রস্তুম পাকার ছেলে কুদ্দুস, লালু ফকিরের ছেলে লাবলু, মৃত মপে ফারাজীর ছেলে জাকারিয়া ও মৃত হাশেম মোওলার ছেলে ফরিদের। তারা জর করে পুকুরটি দখল করে মাছ ধরে নেয়।

বাধা দিতে গেলে মারধরসহ পুকুর পাড়ে গেলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেয়। এমন ঘটনায় ওসমানপুর হঠাৎ পাড়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ওই বিষয়ে মহল্লাবাসী আতংকে দিন কাটাচ্ছে উল্লেখ্য করে এলাকাবাসীর স্বাক্ষরিত একটি পত্র থানায় জমা দিয়ে এর একটি সুরাহা কামনা করেন।